কিশোরগঞ্জে হোমিও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ শহরের আবদুল কুদ্দুছ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. মাজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এবং যৌন হয়রানির মতো গুরুতর অভিযোগ করে কলেজের ১০ জন শিক্ষক ও মেডিকেল অফিসার জেলা প্রশাসকের কাছে সম্প্রতি নিজেদের স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তারা এর প্রতিকার দাবি করেছেন। অভিযোগের অনুলিপি দিয়েছেন জেলা প্রেসক্লাবসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উর্ধ্বতন মহলে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, সরকারবিরোধী কোন হরতাল হলেই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নানা কৌশলে কলেজ বন্ধ রাখেন। এমনকি সুপ্রিমকোর্ট যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসির রায়ের আদেশ বহাল রাখায় গত বছর ৮ মে জামায়াতের ডাকা হরতালের দিন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হোমিও কলেজটি বন্ধ রাখেন। আবার নিজামীর ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার প্রতিবাদে গতবছর ১২ মে জামায়াতের ডাকা হরতালের দিনও কলেজ বন্ধ রেখেছিলেন। এছাড়া স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবসসহ কোন জাতীয় দিবস বা সরকার নির্দেশিত অনুষ্ঠান এখানে পালিত হয় না বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. মাজহারুল ইসলাম একজন নারী প্রভাষক এবং কয়েকজন ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করেছেন। এ নিয়ে কলেজে সালিশ হলেও এর মিমাংশা হয়নি বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে কয়েকজন জানিয়েছেন। আরো বলা হয়, সরকারি বিধি মোতাবেক শিক্ষকদের বেতন না দিয়ে যাতায়াত ভাতা বাবদ মাসে মাত্র ২০০ টাকার মতো দেয়া হয়। বাংলাদেশ হোওপ্যাথিক বোর্ডের নিয়মানুযায়ী কলেজে বছরে কমপক্ষে ৮ মাস ক্লাশ হওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষকদের যাতায়াত ভাতা যাতে দিতে না হয়, সেই লক্ষ্যে বছরে মাত্র তিন-চার মাস ক্লাস হয়। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমও বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজে ৩৫০ জন শিক্ষার্থী আছেন। এর মধ্যে গতবছর চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেন ৩১৬ জন। কলেজের আয় কম দেখিয়ে শিক্ষকদের বেতনের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলেজের বার্ষিক আয় বলা হয় ১৫ লাখ টাকা। অথচ গতবছর ভর্তি ফি, টিউশন ফি, পরীক্ষার ফরম পুরণসহ অন্যান্য ফি বাবদ আদায় হয়েছে ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬৫০ টাকা। ইন্টার্নি ফিসহ শিক্ষার্থীদর কাছ থেকে আদায় করা কোন কোন টাকার বিপরীতে কোন রশিদ দেয়া হয় না। ঐগুলি ব্যাংক হিসাবেও জমা হয় না। কলেজে দুই ধরনের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। একটি অডিটের জন্য, অন্যটি গোপনীয়।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. মাজহারুল ইসলামকে এসব অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন করলে জানান, কলেজে পক্ষে-বিপক্ষে লোকজন থাকতেই পারে। সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়। 'কলেজটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অনুমোদন হয়েছে ২০০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি। কলেজের সামর্থ্য অনুসারে এবং কমিটির সিদ্ধান্তেই শিক্ষকদেরকে একটা ভাতা দেয়া হয়। তিনি জামায়াতের হরতাল পালন করার অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে জামায়াতকে ঘৃণা করেন বলে মন্তব্য করেন। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ফুল দেন উল্লেখ করে জাতীয় দিবস পালন না করাসহ তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই অসত্য বলে জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসক মো. আজিমুদ্দিন বিশ্বাসকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।